দৈনিক বাংলা

তারিখ ... :৭ JUL 1994
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

50

চাঁদপুরে অন্ধ শিক্ষা ঃ শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষকের অভাব

চাঁদপুর ঃ জরাজীর্ণ অন্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের একটি কক্ষে অন্ধ শিক্ষার্থীদের পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ কজন শিক্ষক। দৈনিকবাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদপুর।– সমাজসেবা অধিদফতরের সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে চাঁদপুরে অন্যদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা উপকরণের অভাবে অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

অন্ধ ছাত্ররা এখন লিখতে পারে, পারে পড়তে। পড়ায় তাদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। এরা সবাই চায় লেখাপড়া শেষ করে সমাজের অন্য মানুষের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে। সমাজসেবা অধিদফতরের সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রকল্পের অধীন চাঁদপুরের শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্ররা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ব্রেইল পদ্ধতিতে এরা পাঠ্যসূচী আয়ত্ত করছে। কিন্তু এখানকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্ধদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ব্রেইল বই নেই। নেই বীজ গণিতের টাইপ। রাইটিং ফ্রেইম ও ষ্টাইলাচ আছে মাত্র ৫টি। তাও আবার ভাঙ্গা। ১০ বছর আগে তা সরবরাহ করা হয়েছে।

এখানকার অন্ধ শিক্ষা কেন্দ্রে বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ৭। এদের ২ জন বাবুরহাট হাই স্কুলের ৯ম ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে। বাকি ৫ জন কেজি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর ছাত্র। অন্য ছাত্র–ছাত্রীদের সাথে এরাও ক্লাসে বসে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করে। তবে এদের পাঠ গ্রহণের পদ্ধতি ভিন্নরূপ। তারা ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া আয়ত্ত করছে। কানে শুনে আঙ্গুল টিপে এরা লেখাপড়া করছে। স্কুলের ফাঁকে তারা অন্ধ শিক্ষা কেন্দ্রে এসে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নিচ্ছে। এই কেন্দ্রে একজন শিক্ষক আছেন। তিনি একাই সবাইকে সকল বিষয় পড়াচ্ছেন। এখানেই তারা শিখছে তাদের পাঠ।

এসব অন্ধ ছাত্ররা সবাই থাকে নিজ বাড়িতে। ১০/১২ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে আসতে হচ্ছে এই শিক্ষা কেন্দ্রে। আসতে তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। প্রায়ই তারা সম্মুখীন হচ্ছে দুর্ঘটনার। অনেকে বাসে আসে। কিন্তু সেখানেও তাদের হয়রানি পোহাতে হয়। অনেক সময় তাদেরকে বাসে নিতেও চায় না। ভিড়ের দরুন আবার বাসে উঠতে পারছে না প্রায়ই। তাই সাদাছড়ি হাতে নিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে হেঁটে আসতে হয়। আবার কেউ সাহায্যকারী নিয়ে আসছে। এখানে এদের জন্য কোন ছাত্রাবাস নেই। তাই তাদরকে বাড়ি বসে পড়তে হচ্ছে। বাড়িতে কেউ এদের দেখিয়ে দেবার লোক থাকে না। কাজেই তাদের লেখাপড়া মারাত্মক-ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ নিয়মানুযায়ী ছাত্র–শিক্ষককে থাকতে হয় কাছাকাছি। যে কোন অসুবিধায় শিক্ষক ছাত্রদের ভুল সংশোধন করতে পারেন। এ কেন্দ্রের সকল ছাত্রের একই দাবি ছাত্রাবাস স্থাপন করার। ছাত্রাবাস হলে তাদের লেখাপড়ার আরো উন্নতি হত। লাঘব হত তাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

এ কেন্দ্রের সকল ছাত্রই অত্যন্ত গরীব। অধিকাংশ ছেলের পিতাই দিনমজুর। দু'বেলা পেট পুরে খেতেও পাচ্ছে না। তারা প্রায়ই অভুক্ত অবস্থায় এই শিক্ষা কেন্দ্রে আসে। কে জি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে এক কক্ষবিশিষ্ট ছোট একটি ভবন। বহুদিন এই ভবনের সংস্কার নেই। ছাদ দিয়ে পানি পড়ছে।

এ কেন্দ্রের শিক্ষক জনাব মোঃ আবদুর রশিদের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, এ্যাসিসটেন্স ফর দি ব্লাইন্ড চিলড্রেন (এবিসি) থেকে ৫ জন ছাত্রকে মাসিক ১শ টাকা করে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রাথমিক পর্যায়ের পর আর ছাত্ররা কোন বৃত্তি পাচ্ছে না। অথচ এ কেন্দ্রের কয়েকজন ছাত্র খুবই মেধাবী। অত্যন্ত সহজেই তারা পাঠ গ্রহণ করতে পারছে। এসব ছাত্রদের লেখাপড়ার আগ্রহকে ধরে রাখা গেলে ভবিষ্যতে তারা খুবই ভাল করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ কেন্দ্রের ছাত্র সিদ্দিক, আলমগীর খলিল, রফিক, কাদের, এমরান ও রমজানের সাথে আলাপ হয়। এরা কেউ জন্মান্ধ নয়। টাইফয়েড মিজেল, লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। একজন দৃষ্টি হারিয়েছে আগুনে পুড়ে। এরা কোন পৃথিবীর আলো দেখতে পারবে কিনা সে চিন্তা তাদের নেই। তবে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হলে বিশেষ করে ছাত্রাবাসে থাকতে পারলে তারা অবশ্যই ভাল ফল করতে পারবে বলে আশা পোষণ করেছে। প্রায়ই শিক্ষক তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও করছেন বলে এরা জানিয়েছে।

এদিকে ছাত্রদের লেখাপড়ার সাথে কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণ, সঙ্গীতচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।